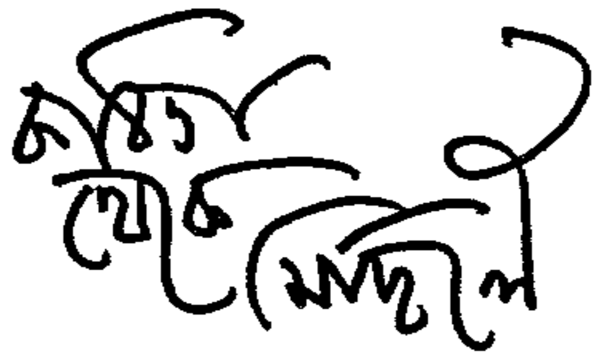

অশোক মিত্রের অপ্রকাশিত চিঠি নরেশ গুহকে

চিঠি ১

কৈলাস ভবন
রুম নং চার
লঙ্কা, কাশী
২৭.১.৪৯

প্রিয়বরেষু,

'অতিভোজনের নিশীথে যেমন নেমে আসে দুঃস্বপ্ন'। এখনো শুইনি—তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আপনাকে চিঠি লিখছি, অন্তত লেখবার চেষ্টা করছি—তাই দুঃস্বপ্নের কুয়াশায় ভেসে যাচ্ছি না, কিন্তু ব'সে-ব'সে, কলমটাকে কষ্টের সঙ্গে চালাতে -চালাতে ঘুম পাচ্ছে নিশ্চয়ই। ছাব্বিশে রাত্তিরে দরজায় আগল দিয়ে, চাদরটায় ভালো ক'রে শরীর মুড়ে নিয়ে, প্রাত্যহিক দায়ভাগ সমাপনে সমুদ্যোগী হ'য়েছি। কিন্তু মাঝপথে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনাই খুব বেশি।

ঘুম পাবার অন্যতর কারণও আছে। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডার ভাবটা একটু বেশি করেই অন্যান্য দিনের চাইতে (sic), এবং আজকের ঠাণ্ডাটা জোলো-জোলো যথেষ্টরকমই। আজ বর্ষা ছুঁয়ে গেছে বারাণসীর আকাশকে'। শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি এতগুলো সিংহদ্বার পেরিয়ে একেবারে আষাঢ় এসে হাজির এই বরুণা আর অসীর মধ্যবিত্ত সঙ্গমে। সকাল থেকে যে জিনিশটাকে কুয়াশা ব'লে ভুল হচ্ছিলো, দেখা গেলো সেটা আসলে মেঘ। মেঘে-মেঘে আকাশ এলো ঘনসম্ভবা হয়ে, একটু-একটু হাওয়া, শেষ হলো আমাদের চার পেয়ালা ক'রে চা-খাওয়া, শেষ হলো আমাদের বাঙালি মেসের জন্য রাস্তা-দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরি করতে-করতে যাওয়া মাছওয়ালীর কাছ থেকে পুঁটিমাছ কেনা, তারপর বেলা যখন দশটা ছুঁই-ছুঁই করছে, দিগন্ত হলো উত্তাল, নিশ্চিহ্ন হলো যাবতীয় দিগবৈষম্য, অপরূপ সমারোহে আষাঢ় এলো রিমঝিম উচ্চারণ শোনাতে-শোনাতে। চাদরটা আরো একটু ভালো ক'রে জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের অঙ্গনটির ভেসে-যাওয়া দেখলাম, ব্যাডমিন্টনের কোর্ট-কাটা দাগগুলোকে জড়িয়ে তৈরি হলো কতগুলো ছোটো-ছোটো সমান্তরাল আর পরস্পরে-মিলে-সমকোণ-তৈরি করা নদী। আর আমার ঘর তো আগে থেকেই-আধো-অন্ধকার হয়ে ছিলো, এখন পুরোপুরি ডুবলো। ঘরে ফিরে একশো ক্যান্ডেলের আলোটা জ্বালালাম, বন্ধ করে দিলাম ঘরের অপ্রয়োজনীয় দুই জানালা...অসুখপ্রদ চেয়ারটায় দুলতে-দুলতে দেয়ালে-ছিটকে-আসা অনির্ণেয়-রঙ আলোর দিকে চেয়ে নিরালম্ব উৎসাহে সুর তুললাম ঠোঁটে—'আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে—'।

বৃষ্টি কেটে গেলো অবিশ্যি অধঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু ঠাণ্ডার ঘোরটা থেকেই গেলো সারা দিন ভ'রে। কুয়োর জলে স্নানটাকে বাতিল করলুম, অন্য দিনের চাইতে সকাল ক'রেই খেলুম দ্বিপ্রাহরিক

গরম রুটি-ভাত-ডাল। একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, শিথিল হয়ে বিছানায় প'ড়ে, লেপ শরীরে চড়িয়ে, টানলুম একটা ক্র্যাভেজ-এ। বেশ একটায় উঠে কোটটায় শরীর ঢুকিয়ে, জুতোটা পায়ে বেঁধে, কলমটা বুক পকেটে গুঁজে উদাসীন পদক্ষেপে আধঘণ্টার মতো সময় (?) গেলাম লাইব্রেরীতে, লাইব্রেরীর থমথমে আলো-জ্বলা অন্ধকার সমাহিতিতে, উনিশশো ছেচল্লিশের আঠারোই এপ্রিলকে বুকের মধ্যে অনুভব করা গেলো (সে কাহিনী আপনি জানেন না)। লাইব্রেরী থেকে ক্লাশে, কাশ্মীরি সহপাঠিনীটি গাঢ় ম্যাজেন্টা-খয়েরি রঙের পুরু পশমের এক ওভারকোট নামিয়ে দিয়েছেন হাঁটুরও নিচে শাড়ির উপরে। অপরূপ দেখাচ্ছে। একঘন্টা ধ'রে অমিয়বাবু শোনালেন কীপ্সিয় উপাখ্যান—অমৃতসমান কথা শোনে পুণ্যবান[২]। মাদ্রাজি অধ্যাপকমশাই ক্যাজুয়াল লীভ নেওয়ায় পরবর্তী ক্লাশটি আর হলো না। গাঢ়সবুজ ওভারকোটবতী আরেক সহপাঠিনীর (অবশ্যই অবাঙালি) সঙ্গে মেয়ে-হোস্টেলের দরজা পর্যন্ত আলাপ চালিয়ে ফেরা গেলো নিজের ডেরায়। স্টেট্‌সম্যান, নন্দনিবাসের ঠিকানা আপনার তেইশ তারিখের পোস্টকার্ড[৩]। জুতোটা খুলে, কোটটা ছেড়ে, তোয়ালেতে হাত-পা-মুখকে আদর ক'রে, একটু ঝিরঝিরে হওয়া। দুটো ক্রীমে-পোরা বিস্কুট দাঁত দিয়ে গুঁড়ো করতে-করতে বিছানায় লম্বা হয়ে স্টেট্‌সম্যানে মনোনিবেশ। বিকেল চারটায় চারটে আলুর চপ সহযোগে মেসের চা, এলোমেলো গল্প। ঘরে ফিরে স্টেট্‌সম্যানটাকে পুরোপুরি শেষ। বাইরে বেরিয়ে দশ মিনিট ব্যাডমিন্টন। সন্ধ্যায় রাস্তার বেরিয়ে মাদ্রাজি কফিঘরে খুব brisk (কথাটার কোনো বাংলা নেই) হয়ে এক পেয়ালা কফি, নিকৃষ্ট পেস্ট্রি। একটা স্টলে গিয়ে শো-কেসে বই দেখা মিনিট-পনেরো ধরে, এলিঅটের একটা পেঙ্গুইনী কবিতা-সংগ্রহ কেনা[৪]। ঘরে ফেরা, কিছুক্ষণের জন্যে Full Employment and Inflation সমস্যা নিয়ে কণ্ঠ-ঘামানো, রাত আটটায় খেতে যাওয়া। সকালে যে-পুঁটিমাছ কিনেছিলাম তা গুঁড়িয়ে ঝরঝরে শুকনো ক'রে ফেলা হয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্থানী মহারাজ পর্যাপ্তরকম সাঁতলায়নি, তাই এক অকথ্য গন্ধ, ...পুঁটিমাছ, উপভোগ আর হলো না। খাবার পর এঘরে-ওঘরে একটু ঘুরে বেড়ানো, নটার পর ঘরে ফিরে দরজায় ছিটকিনি দেয়া। প্যাডটা টেনে আপাতত আপনাকে চিঠি লেখা। কিন্তু অতিভোজনের নিশীথে—বিশেষত আজ আষাঢ় এসে দোলা দিয়ে গেছে বারাণসীর অবহাওয়ায়, ঠান্ডাটা জমকালো—নিবিড় ঘুম পাওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ নয়, সুতরাং ঘুমোতে যাচ্ছি। আমার অব্যবহিত পৃথিবীকে তো ঘোরতর রকম বর্ণনামূলক ক'রে মেলে ধরলাম আপনার কাছে, তৃপ্তি হলো আশা করি।

২৭.১.৪৯

অধিকতর সম্প্রসারিত হবার সময় নেই। এখন সকাল স'আটটা, লঙ্কা পোষ্টাফিসে পৌনে নটায় প্রথম ক্লিয়ারেন্স হয়, সেটি ধরতে না-পারলে আজকের ডাক খোয়াবে এই চিঠি। সুতরাং ইতিতে গীতি গাওয়া যাক।...

আমার চিঠি-লেখা মানেই তো আপনার অভিধানুযায়ী আত্মহত্যার নামান্তর। সুতরাং আর নাই-বা লিখলুম, ছুরিটা আশা করি ইতিমধ্যেই কণ্ঠনালী বিদীর্ণ ক'রে গেছে। তবু আপনার দিক থেকে কোনো সংশয় রাখতে আমি দেবো না, ঘড়ির কাঁটা যদিও ন'টা চল্লিশ ছুঁয়েছে, তবু বাকি পৃষ্ঠাটা ভরিয়ে দিয়েই উঠি—কারো কোনো আক্ষেপ রাখতে নেই পৃথিবীতে।

উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট তারিখ থেকে আমি Nationalism কথাটার উপর যাবতীয় আস্থা হারিয়েছি, ওটা আমার বিবেচনায় বর্তমানে ফ্যাসিবাদেরই সমীকরণ, আর কিছুই নয়। এবং এই বারাণসীতে এসে, 'Indian' শব্দটি সম্পর্কেও সমস্ত প্রত্যয় ঘুচেছে। আমি ভালো করেই বুঝেছি আমি ভারতীয় নই—নিজেকে ভারতীয় ব'লে পরিচিত করতে আমি লজ্জাবোধ করি এখন, নিদারুণ—আমি একমাত্র বাঙালি, আমার জাতীয়তা আমার বাঙালিতে।

এক পয়সা অতিরিক্ত মাশুল-দানে চিঠিখানা প্রেরণ করছি। দু'পয়সার স্ট্যাম্প নেই আপাতত

আমার কাছে। সরকারি খামে পাঠাতে পারতুম, কিন্তু অশ্লীল ঠেকে। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে বাগাড়ম্বরকে মেনে নিন।

অশোক মিত্র

....

টীকা :

১. 'বর্ষা ছুঁয়ে গেছে বারাণসীর আকাশকে' : এই চিঠি যে-সময়ে লেখা, তখন অশোক মিত্র 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'-এ অর্থনীতির ছাত্র।

২. 'অমিয়বাবু শোনালেন...শোনে পুণ্যবান' : অর্থনীতির প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৯২)। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', 'কটক র‍্যাভেনশ কলেজ', 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'-সহ নানা জায়গায় অধ্যাপনা করেছেন। 'London School of Economics' থেকে পি.এইচ.ডি (১৯৩৪-৩৬) (পরবর্তীকালে এখানকার নির্বাচিত ফেলো/১৯৭৮)। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের (South Asia Division, International Monetary Fund) প্রধান (১৯৫০-৫৩), কমনওয়েলথ ভিজিটিং ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ' (১৯৬৩-৬৪)। গ্রন্থ : 'Planning for Economic Growth' (১৯৬৫), 'The Economics of Austerity' (১৯৭৫), 'Epochs of Economic Theory' (১৯৮৫) ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আত্মকথা 'আপিলা-চাপিলা' (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬) অশোক মিত্র লিখেছিলেন: 'আমার ভবিষ্যৎ জীবনচর্যার অন্যতম প্রধান নিয়ামক, তিনি অমিয়কুমার দাশগুপ্ত। অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মতো তন্নিষ্ঠ গবেষণা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে কেউ করেননি। তাঁর চেয়ে দক্ষতর শিক্ষকও আমি দেশ-বিদেশে কোথাও পাইনি।... অমিয়কুমার দাশগুপ্তের...গ্রন্থ বিদেশে প্রকাশিত ও বহু সংবর্ধিত, কিন্তু পশ্চিম বাংলার নিথর ডোবায় তার কোনও অনুকম্পন অনুভূত হয়নি। আমার এটা প্রতীতি, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির শিক্ষক আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।' অমিয়কুমার দাশগুপ্ত যখন 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'-এ পড়াতেন (১৯৪৭-৫৮), অশোক মিত্র সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র।

৩. 'নন্দনিবাসের ঠিকানায়...আপনার তেইশ তারিখের পোস্টকার্ড' : 'নরেশকেও আমি রাশি-রাশি চিঠি লিখেছি, ক্ষণিকের মস্তিকবিকৃতহেতু কোনও মাসে প্রতিদিনই।' ('আপিলা-চাপিলা')। ১৯৪৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ১৭/৯ র‍্যানকিন স্ট্রিট, ঢাকা থেকে অশোক মিত্র প্রথম চিঠি লিখেছিলেন নরেশ গুহকে। সেই চিঠির টীকায় ('অহর্নিশ' পত্রিকার 'নরেশ গুহ : বৈচিত্র্যের পরিসরে' সংখ্যায়) নরেশ গুহ লিখেছিলেন : 'অশোক মিত্রের অকারণ অবিচল বন্ধুতা আমার জীবনের পরম সম্পদ।' নরেশ গুহর নিজের লেখা তালিকায় দেখা যায়, অশোক মিত্রের ৬৭টি চিঠি তাঁর সংগ্রহে আছে। সেইরকম এক পোস্টকার্ডের কথা এই প্রসঙ্গে এসেছে। উল্লেখ্য, নন্দনিবাসের ৪ নং ঘরে অশোক মিত্র তখন থাকতেন। চিঠির প্রথমে ডানদিকে যে 'লঙ্কা'-র উল্লেখ রয়েছে, 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' ওই 'লঙ্কা' অঞ্চলেই।

৪. 'এলিয়টের একটা পেঙ্গুইনী কবিতা-সংগ্রহ কেনা' : ১৯৪১ সাল থেকে 'পেঙ্গুইন' তাদের 'Penguin Poets' সিরিজের কবিতার বইগুলি প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রথম বইটি ছিল টেনিসনের (Selected by : W. E. Williams, Pub. 20 June, 1941, Pages : 192)। এই চিঠি যে সময়ে (২৭/১/৪৯) লেখা, তার কিছুদিন আগেই ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে 'পেঙ্গুইন' তাদের 'ডি৪' সিরিজের অন্তর্গত, 'SELECTED POEMS-T.S ELIOT' (Pages : 136) বইটি প্রকাশ করে। কবি টি. এস. এলিয়টের এই বইটির কথাই সম্ভবত উল্লেখিত হয়েছে।

চিঠি ২

কাশী
১৫.২.৪৯

শ্রীযুক্তেষু,

আমি যাবতীয় সাবলিমেশন থেকেই আস্তে-আস্তে মুক্ত করছি নিজেকে। চিঠি-টিঠি লেখাও ছেড়ে দিয়েছিলাম বলতে গেলে, কিন্তু আপনার পাল্লায় প'ড়ে আমার দুর্গতির একশেষ। তা-ও আপনার শুধু চিঠি পেলেই চলতো না, রীতিমত আমার পরিবেশ-পরিবেষিত পত্রের প্রয়োজন হ'য়ে পড়লো আপনার। সেজন্যেই—আপনার মর্যাদা রাখবার জন্যেই—পারিপার্শ্বিক এই কাশী শহরটাকে একটু ভালো ক'রে দেখবার জন্য সাইকেল চেপে বেরিয়েছিলাম। তাতেই তো এই কাণ্ড। ভালো হ'য়ে অবশ্য উঠছি। কাল থেকে রিকশাযোগে ক্লাশে যাওয়াও শুরু করেছি। করিডরে মেয়েদের মুখোমুখি হলে সোজা হয়ে হাঁটতে চেষ্টা করি: তার ফলে পায়ে টান পড়ে, ঘা শুকোতে হয়তো আরো কয়েকদিন বেশি সময় লাগবে।

স্থানীয় আরো এক সঙ্গী কমলো আমার। অমলেন্দুবাবু কাল কাশী হিন্দু ছেড়ে আলিগড়ে মুসলিমে প্রয়াণ করলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমালোচক এলিঅটকে নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখছিলেন 'কবিতা'-র জন্য, প্রায় শেষ হয়ে গেছে[১]।

এখানেও হঠাৎ ভয়ঙ্কর শীত পড়েছিলো, কিন্তু তারপরে শ্রীযুক্ত বসন্ত এলেন না। আস্তে-আস্তে রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' কবিতাটির[২] পরিবেশ সৃষ্ট হচ্ছে এখানে : দুপুরগুলো বিশেষ ক'রে এখান থেকেই প্রাণক্ষর। তবে আর খুব বেশি বাকি নেই। দোলের দিনই কিংবা তারো হয়তো একদিন আগে কলকাতা পালাবো। ও-সময়ে শান্তিনিকেতনে তো বসন্ত-উৎসব হয় ব'লে শুনেছি : কলকাতায় কী হয়?

'এই পৃথিবীতে এলাম : কিসের অধিকার পেলাম?' কার লেখা কবিতায় যেন পড়েছিলাম। একমাত্র দিনগত পাপক্ষয়ের অধিকারই তো পেয়েছি। ভালো লাগে না। তবু তো দিন কাটে, তবু তো কাটে দিন। হরিণীনয়না কারো দেখা না-মিলিয়েই দিন কেটে যায়। ব্যথায়, বিরক্তিতে, অবসাদে, গোধূলি উদাসীনতায়-আত্মহত্যার কথা ভেবে-ভেবে। আত্মহত্যার কথা ভেবে-ভেবেও কোনোদিনই শেষ পর্যন্ত আর আত্মহত্যাটা করা হয়ে উঠবে না এই ভাবনা ভেবে-ভেবে। দিন কাটে কলকাতায়-কাশীতে। যার শুদ্ধনাম বারাণসী—তাতেও, এমনকি শান্তিনিকেতনেও। প্রান্তরেরা রুক্ষতর হয়ে আসে অথবা পূর্ববাংলার নদী-নালা-খাল ভাদ্রের শেষে জলে ফুলে আসে: তবু সব অঞ্চলেই দিন কাটে। দিন কাটে আত্মহত্যার স্বপ্ন দেখে- দেখে, অথচ সেই মুহূর্তেই ভালোতর সিগারেটের খোঁজ করতে করতেও, ভালোতর অথচ তুলামূলক সস্তা : এই আবর্তের মধ্যেই দিন কাটছে—প্রাগৈতিহাসিক উপকূল থেকে শুরু করে।

কলকাতায় কবে বসন্ত। কার্জন পার্কের সেই জাপানি চিত্রকলা পদ্ধতিস্মারক গাছটির শরীরে ইতিমধ্যেই নতুন পাতার উদাহরণ? কোনো একদিন অবসর মতো ট্রামশেডটা থেকে একটু হেঁটে গিয়ে দেখে এসে জানাবেন আমাকে। ('বসন্ত কী আর্য, আহা! এসপ্লানেডে আশ্চর্য জনতা।')[৩]

শুয়ে-শুয়ে অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী' পড়বো[৪] এখন : বার-বার পড়া যায় যে-সব গ্রন্থ তাদেরই তো একটা।

অশোক মিত্র

....

টীকা :

১. 'অমলেন্দুবাবু...এলিঅটকে নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখছিলেন 'কবিতা'-র জন্য, প্রায় শেষ হয়ে গেছে':

এখানে যে প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে, 'সমালোচক এলিয়ট' নামে 'কবিতা' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল : বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ৩, চৈত্র ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।
অমলেন্দু বসু ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। 'অমলেন্দুবাবু...আলিগড়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি-বাংলায় প্রচুর পাণ্ডিত্য-ছড়ানো প্রবন্ধ লিখেছেন।...তাঁর পড়ানোয় চমক ছিল, গমক ছিল, কথনের চাতুর্যে এবং উদ্ধৃতির সমারোহে ছাত্রকুলকে মাতিয়ে রাখতে পারতেন।' ('আপিলা-চাপিলা')।
২. 'রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' কবিতা' : রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' (প্রথম প্রকাশ: ২৩ বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যগ্রন্থের কবিতা।
৩. 'বসন্ত কী আর্য, আহা! এসপ্লানেডে আশ্চর্য জনতা' : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' (প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'নারদের ডায়রি' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি।
৪. 'অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী পড়বো' : 'রাজকাহিনী' : প্রথম খণ্ড ১৯০৯, প্রকাশক : হিতবাদী লাইব্রেরি। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩১, প্রকাশক : গ্রন্থবিহার। দুটি খণ্ড একত্রে (সচিত্র) আষাঢ় ১৩৫১, প্রকাশক: সিগনেট প্রেস।

চিঠি ৩

৬.৬.৪৯
ঢাকা

শ্রীযুক্তেষু
কপাল মন্দ। Arch of Triumph—এবং মোহিনী ইংগ্রিড বার্গম্যান[১]—আপনারা নিজেরাই লুটে নিন মজা ক'রে। এ-সপ্তাহে আর ফেরা ঘটলো না। আমাদের নিচের তলায় এক অধ্যাপক-পত্নী সেপ্‌টিক ফিভার-নামা কোনো-এক অদ্ভুত অসুখ থেকে ভুগছেন। ভালো ছেলে হিসেবে কুখ্যাতির অভিসম্পাতে তাঁর পরিচর্যার প্রতি মনোনিবেশ না-ক'রে পারছি না। সুতরাং Arch of Triumph ফস্কাতে হলো। ভয়ঙ্কর রকম কোনো গোলযোগ না-ঘটলে আগামী মঙ্গলবার চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যার দিকে কফি হাউসে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন—অথবা আমি করবো আপনার জন্যে।

জ্যৈষ্ঠের ক্ষমাহীন অভিশাপ থেকে আমি অপলাতক। এমনকি, ষোলো বছর পরে জীবনানন্দের বরিশাল আবার প্রয়াণের যে সুযোগ পেয়েছিলাম, অবহেলায় অভিনন্দিত করলুম তাকে। বাসাসুদ্ধ সবাই দিন দশেক আলিকান্দায় সানন্দে (কী সুন্দর নাম সানন্দা!) উচ্ছল কাটিয়ে এলো: র‍্যানকিন স্ট্রীটে আমি একা;[২] অনেক সাধাসাধিতেও নিজেকে নড়ালুম না, বরিশালে এতই আমার বিতৃষ্ণা। অথচ, এ-জীবনেই হয়তো আর সদানন্দভবনের পরিবেশের প্রাঙ্গণ আর বাঁশবনকে দেখা হয়ে উঠবে না[৩]।

তোফা কাটিয়ে গেলাম ঢাকা এই দু'মাস; অপরূপ বেকার বিহঙ্গ। সাধ নেই, কামনা নেই; উচ্ছ্বাস নেই, বাগাড়ম্বর নেই; অভীপ্সা নেই, চিত্তচাঞ্চল্য নেই; মৃত্যুর নিঃঝুম বীতরাগ শান্তি চেখে-চেখে ঝিমুতে -ঝিমুতে উপভোগ ক'রে-ক'রে কাটিয়ে গেলাম দুটো মাস। উল্লেখযোগ্য কোনো বই পড়িনি, মুখে-চোখ-পড়া কোনো মেয়েকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়নি। প্রচণ্ডরকম আড্ডা দিইনি, নিদ্রাসাধনার ভূমিকা সীমায়িতই থেকেছে। রমনায় প্রাণপণে বেড়াইনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তরাঁয় দ্বিপ্রাহরিক ব্রাহ্মমুহূর্তে তেমন কিছু চেঁচাইনি। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের[৪] সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র একদিন, আশরাফ সিদ্দিকীকে[৫] (নামটা কি আপনার চেনা?) তো চোখে পর্যন্ত দেখলুম না। দু'মাসে সিগরেট খেয়েছি দুটো, চিঠি লিখেছি খুবই অল্প, ধনবিজ্ঞানের পড়াশুনো করেছি সবচাইতে কম, নতুন বইও তো কিছুই কেনা হয়নি অনেকদিন ধ'রে, তাছাড়া, ঢাকায় তো কিছুই পাওয়া যাবার মতো নয়। রোদে পুড়িনি,

বৃষ্টিতে ভিজিনি, জ্বরে ভুগিনি, আজ পর্যন্ত একটা আম বা কাঁঠাল বা লিচুর টুকরো মুখে পুরিনি। এখানে একটা নির্বাচনযুদ্ধ পর্যন্ত নেই যে গলা ফাটিয়ে মরবো। একদিনের জন্যেও 'অমিতশ্রী'-কে দেখতে যাওয়া হয়নি।

সুতরাং মোটামুটি চমৎকার কাটানো গেলো ছুটিটা। এতটা দীর্ঘদিন হয়তো আর ঢাকায় কাটানোর সুযোগ হবে না। বাংলা দেশেই হয়তো ফিরছি পুরোপুরি একবছরের ব্যবধানে। এবং ফিরলেও আশা করা যায় জীবিকা-আহরণের প্রস্তাবে অন্যত্র—অর্থাৎ কলকাতার প্রান্তে—এতটা ব্যস্ত-ব্যাপৃত থাকতে হবে যে ঢাকাই দিগন্তের ক্রম-অপস্রিয়মাণ (Sic) স্বপ্নচ্ছায়ায় পরিণত হওয়া ছাড়া উপায়ন্তর থাকবে না। (না—অশোক মিত্রের সাগরপাড়ি দেয়ার কল্পনার নটেগাছটি এতদিনে নির্মূলই[৬] মুড়িয়েছে : সেদিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই।) হয়তো, নিচের শয্যাশায়িনী ভদ্রমহিলা সত্ত্বেও, আরো আগে ফিরে যেতুম কলকাতা; কিন্তু উদ্বাস্তু-সমস্যা আমার স্নায়ুদের সুস্বাস্থ্যের ঠিক সহানুভূতিশীল নয়। কলকাতায় থাকবার-জায়গার অসুবিধেই নয়—এবং অত্যন্ত অশ্লীল এই সমস্যাটি—আমাকে বরাবর পীড়া দেয়, এবং সেজন্যেই এতটা তাড়াতাড়ি আমি পালিয়ে আসি। এবার আমি স্বচ্ছন্দে মাসখানেক কাটাতে পারতুম—মধ্যজুন অথবা আষাঢ়ের উষাকে অবলীলার সঙ্গে আড্ডার সুমহান প্রসাদে মধ্যজুলাই বা শ্রাবণের সিংহদ্বারে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতুম, যদি না অস্বাচ্ছন্দ্যের বহর বড়ো হয়ে ওঠে। সেজন্যেই ভাবছি মাঝখানে শান্তিনিকেতন পালাবো : ওখানে বর্ষামঙ্গল কোন্ সময়টায়? আপনার কলেজই বা খুলছে কোন্ তারিখে?

ঘুম পাচ্ছে : শুক্লপক্ষের রাত্রি উত্তরপ্রহর, চাঁদ প্রায় পশ্চিম আকাশের করায়ত্ত। এই আটপৌরে চিঠিটা এখানেই শেষ ক'রে দিলে হয়। ...সব কথার শেষ কথা (দাঁড়াও পথিকবর, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, জাল ছিঁড়ে চ'লে যায়, রাঘববোয়াল) আমার নিবিড় ঘুম পেয়েছে।

আজ রাত্তিরে যদি বৃষ্টি নামে, কী ভালো, কী ভালো হয় তাহ'লে। আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে, যখন বৃষ্টি নামলো তিমিরনিবিড় রাতে। কোন দেরাজের তলা থেকে, কত লক্ষ টন ধুলো ঝেড়ে আপনি পুনরায় উদ্ধার করলেন আপনার 'গীতবিতানকে'? আমারটা এখনো আছে, এখনো আছে, কিন্তু যে-কোনোদিন তো হারিয়ে যেতে পারে, যা কোনোদিন, কোনো তুতোসাম্বন্ধিক বোন না-ব'লে নিয়ে গিয়ে তার গানের মাস্টারকে দান ক'রে দিতে পারে। অতএব আমার প্রহর কাটছে আশঙ্কায়, আশঙ্কায়। ইতিমধ্যে, অন্য কোনো অন্যথা না-ঘটলে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপনাকে আমি অন্বেষী।

অশোক মিত্র

....

টীকা :

১. 'Arch of triumph'—এবং মোহিনী ইংগ্রিড বার্গম্যান' : ইনগ্রিড বার্গম্যান ও চার্লস বয়ার অভিনীত ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া একটি আমেরিকান সিনেমা। পরিচালক : সুইস মাইলস্টোন।

২. 'র‍্যানকিন স্ট্রীটে আমি তখন একা' : সম্ভবত ১৭/৯ র‍্যানকিন স্ট্রীট, ঢাকা।

৩. 'সর্বানন্দভবনের পরিবেশ...দেখা হয়ে উঠবে না' : সর্বানন্দভবন—বরিশালে জীবনানন্দ দাশের বাড়ি। ঢাকায় থাকাকালীনই অশোক মিত্রের 'জীবনানন্দ-সম্মোহনের' সূচনা।

৪. 'কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত' (১৯১৮-১৯৯৮) : জন্ম ঢাকা শহরে। কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। কবিতার বই : 'স্বপ্ন বাসনা' (১৯৩৮), 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৩), 'মানুষ জানে' (১৯৮৫) ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই : 'সময় ও সাহিত্য' (১৯৫১), 'কবিতার রূপ ও রূপান্তর' (১৯৮২) প্রভৃতি। সম্পাদনা করেছেন, 'শতদল', 'শান্তি' সহ নানা পত্রিকা। অশোক মিত্র লিখেছেন : 'ঢাকাতে... আমাকে খুঁজে-পেতে আবিষ্কার করেছেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়ো, কিন্তু অমন উদারচেতা গণতান্ত্রিক সুকোমল মানুষ কম দেখেছি। ...বুদ্ধদেব বসুর

কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন।' ('আপিলা-চাপিলা')।

৫. আশরাফ সিদ্দিকী : জন্ম ১৯২৭ ১ মার্চ টাঙ্গাইল। কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। ১৯৮৮ সালে পেয়েছেন 'একুশে পদক'।

৬. 'অশোক মিত্রের সাগরপাড়ি দেয়ার কল্পনার নটেগাছটি এতদিনে নির্মূলই' : না, অশোক মিত্রের সাগরপাড়ি দেওয়ার কল্পনার নটেগাছটি' নির্মূল হয়নি। এই চিঠি লেখার কয়েক বছরের মধ্যেই হেগ শহরের 'ইনস্টিটিউট অফ্ সোস্যাল স্টাডিস'-এ ইকনোমেট্রিক্স নিয়ে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পান। সেখানে তাঁর থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, অর্থনীতিতে প্রথম নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অধ্যাপক টিনবার্গেন। প্রসঙ্গত : 'ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিস'-এর ডিগ্রি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। সেই সম্পর্কিত কোনো আইন তখনও হল্যান্ডের সংসদে গৃহীত হয়নি। তাই অশোক মিত্র ডক্টরেট করেছিলেন 'রটারডম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কেননা—টিনবার্গেন রটারডম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই সেখানেই থিসিস জমা দিতে হয়েছিল।

চিঠি ৪

২৫.১০.৫২

Institute of Social Studies[1]
Molenstraat 27,
The Hague
The Netherlands

প্রিয়বরেষু

কেমন আছেন?

উজ্জ্বল ধাতুর মতো দিন হয়তো কলকাতায়, হেমন্তের মনোরম দুপুর, শরতে-শীতে অপরূপ বিবাহ। 'নিরুপমের চিঠি'[২] মাত্র দু'লাইনের, তবু যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ স্বাদ নিয়ে এলো কলকাতার, চির-চেনা অথচ চির-পুরোনো আমার স্বপ্নের-জাগরণের- আনন্দের-ব্যথার-ব্যর্থতাবোধের স্তব্ধসৌধ কলকাতার। কেমন আছেন আপনারা কলকাতায়? দক্ষিণ কলকাতার হাওয়ায় কোন গন্ধের আন্দোলন : কবিতার না রাজনীতির, সার্বিক ক্ষুধার না কল্পপিপাসার? আপনার ব্যালকনির গা-ঘেঁষা বকুলগাছের সারে 'আশা করি সদ্যঊষায় এখনো মুখর কাকলি বা, গুঞ্জন, গান। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়। রোদ্দুর, শাদা মেঘ, দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসেও বুঝি শিশির। বাসে ভিড়, হট্টগোল, তারই পাশে জীবনানন্দর বাড়ির অবিশ্বাস্য উঠোন[৩]। কলকাতায় কেমন আছেন?

এখানে অন্য এক পৃথিবী। ফ্যাকাশে, ফিকে। পাতা-ঝরার ঋতু, গাছেরা বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেদের। মর্মরহীন নিঃশব্দ আত্মাহুতি: যেন ঝরে পড়াটুকুই সব কিছু, একটি পরিপূর্ণ মহান কবিতা। ঝড় নেই, অথচ ঝরে। আকাশে তেমন-কোনো গাঢ় মেঘ নেই, অথচ প্রায়ই বৃষ্টি। কিছুক্ষণের জন্য টিপিটিপি পায় কারা যেন ওয়েদারকোটের উপর দিয়ে কথা ব'লে যায়, রাস্তায় ঝিকিমিকি জল, ইলেকট্রিকের আলো প'ড়ে আরো উজ্জ্বল। সুধীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' কবিতাটি[৪] এত ঢের বছরেও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি, আমার প্রকাণ্ড জানালার শার্সির এপারে ব'সে এই মুহূর্তে বুঝছি। হেমন্তের মলিন চেতনা, শিগগির শীতে ঢেকে যাবে, আগাগোড়া অবলুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু একটা স্মৃতি থেকে যাবে হয়তো কোনো প্রশাখার বিভঙ্গে, কোনো-একটি বার্চ কিংবা চেষ্টনাট বৃক্ষের হতাশার একটা উদাসীন গরিমায়।

কিন্তু কলকাতার কথাই বলুন। কেমন চলছে আপনাদের কবিতার আন্দোলন?[৫] কী খবর সিগনেট

২৫. ১০. ৮২

[illegible]

Institute of Social Studies
Molenstraat 27,
The Hague
The Netherlands

প্রিয়বরেষু

কেমন আছেন?
উজ্জ্বল [illegible] এখন দিন হয়েছে কলকাতায়, রোদ্দুর [illegible] দুপুর, সন্ধে-শীতে [illegible]
রাত্রি। নিশ্চয়ই চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন, ওই যে খুচ-খুচ সময় কাটিয়ে এলেন কলকাতায়,
দিন-রাত এবং দিন-হরেক রকম [illegible] — মানুষের — ভিড়ের — [illegible]
সংস্কৃতির কলকাতায়। কেমন আছেন আপনারা কলকাতায়? দক্ষিণ কলকাতার হাওয়ায়
কোন নতুন খবর; কবিদের না বুদ্ধিজীবীদের, সাহিত্য [illegible] না [illegible]? আমার
[illegible] বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করি [illegible] এখানে [illegible] করলাম। [illegible],
[illegible], [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] বুঝি [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
উঠেছে। কলকাতায় কেমন আছেন?

আমার মন [illegible]। [illegible], [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
নিজেদের। [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] সব কিছু, [illegible] [illegible]
কবিতা। [illegible] নেই, [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই, [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] 'দুরন্ত' কবিতাটি
এত দেরি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] এই মুহূর্তে বুঝছি। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] হয়ে যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কিন্তু কলকাতার [illegible]। কেমন চলছে আপনাদের কবিতার আন্দোলন? কী
[illegible] [illegible] [illegible]? '[illegible]'-র নতুন কোনো সংখ্যা কি বেরোল, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? কেমন আছেন [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]
'[illegible]'-সম্পাদক, '[illegible]' এবং [illegible] [illegible], '[illegible]' [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] কলকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাকে যদি
[illegible] [illegible] করলেন আপনারা? আপনাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] যদি
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; আপনাদের কাছ থেকে এই [illegible]
[illegible] [illegible] ইউরোপে কোথাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কবিতার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible]। নিজেকে [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আপনার
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আপনার
কলকাতায়?

[illegible] সব [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] নেই, [illegible] পারে না, [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]। কী [illegible] কী [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible]-[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারতো, [illegible] [illegible], [illegible]

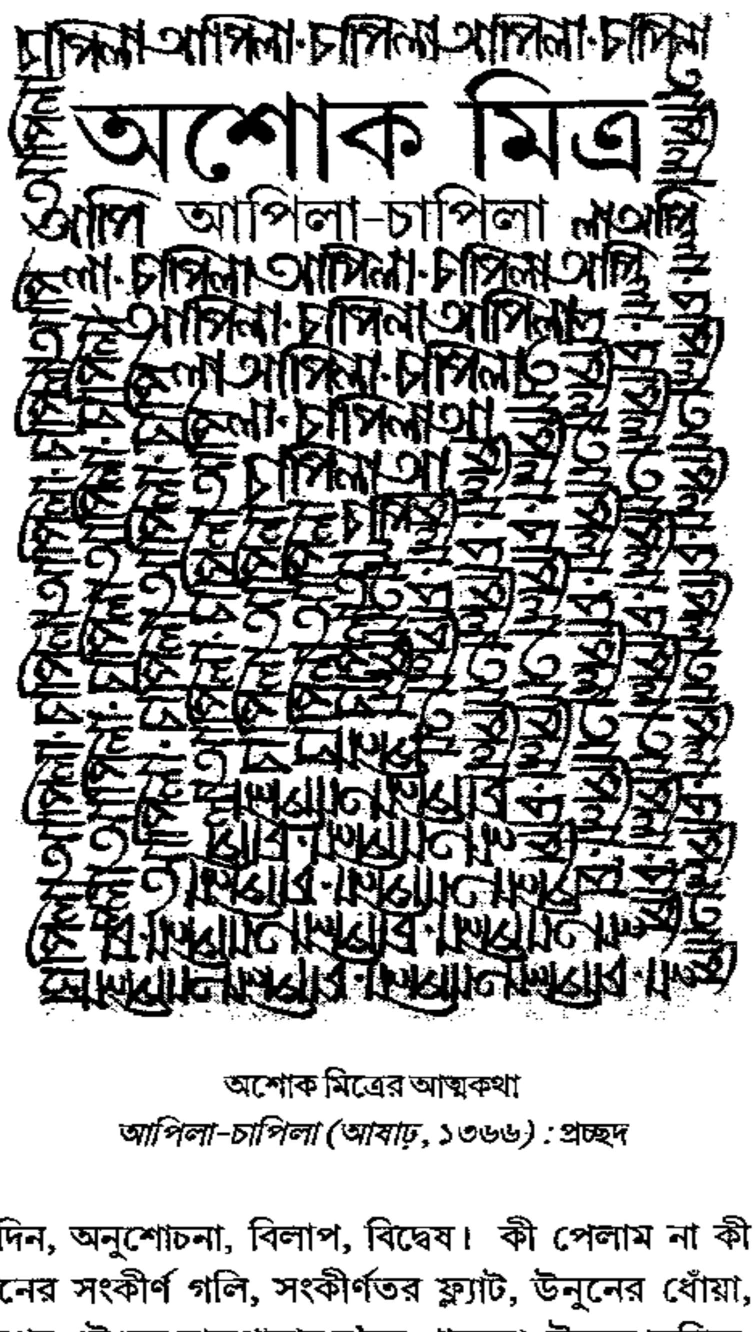

অশোক মিত্রের আত্মকথা
আপিলা-চাপিলা (আষাঢ়, ১৩৬৬) : প্রচ্ছদ

প্রেসের বুকশপের?[৬] 'কবিতা'-র নতুন কোনো সংখ্যা কি বেরোলো, পুজোর সময় যে-সংখ্যাটির বেরোবার কথা ছিল?[৭] কেমন আছেন অম্লান দত্ত? শিব রায়[৮] এবং 'উত্তরসূরী'-সম্প্রদায়,[৯] 'পরিচয়' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়,[১০]. 'শতভিষা'[১১] এবং তরুণতর কবিতা, নতুন কোন উত্তাপ কলকাতায় অনুভূত হলো এঁদের বিচিত্র প্রাণপ্রেরণায়? নতুন কী কী বই বের করলের আপনারা? আপনাদের নতুন বইপত্রের খবর এখানে আমাকে যদি সরবরাহ করবার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারতেন বাধিত হতুম; অধিকতর বাধিত হতুম যদি জানাতে পারতেন ইওরোপে কোথাও টাকা জমা দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বই আনানো যায় কিনা।

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে তখনো আমের বোলে গন্ধ ছিল। কাকে বলা, কেন। নিজেকে নিংড়ে-নিংড়ে-নিংড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছি। কবিতার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। শুধু মাঝে-মাঝে, সমর সেনের[১২] দীর্ঘশ্বাসের মতো দেবদারুর বিদীর্ঘ ইশারা। কেমন আছেন আপনারা কলকাতায়?

হয়তো সব কথার শেষ কথা কেউই ভালো নেই, থাকতে পারে না, কোঁকড়ানো জীবন, দিন, অনুশোচনা, বিলাপ, বিদ্বেষ। কী পেলাম না কী হলাম না তা নিয়ে অনবচ্ছিন্ন মর্মযন্ত্রণা। মনের সংকীর্ণ গলি, সংকীর্ণতর ফ্ল্যাট, উনুনের ধোঁয়া, রোদহীন ঠান্ডা বারান্দা, কাদা-জমানো বৃষ্টি : অথচ এই সব রাজপ্রাসাদ হ'তে পারতো, উন্মুক্ত অলিন্দ, প্রশস্ত শয়নকক্ষ, হীরে-জহরত-মণি-মরকতের যোজন জোড়া বাহার। ইতিহাসের গণিতে সামান্য একটু ভুল : সমুদ্ররচনা হয়ে গেলো, অশান্ত উল্লোল কলরোল, ঢেউ ঝড় জাহাজডুবি হয়তো বা প্রলয়।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নয়। ঘুমোবার অনেক সময়। ইতিমধ্যে মিটেছে সংশয়—তোমার আমার মন সোনালির বিজড়িমাময়। কিশোরকালীন কবিতা প্রয়াস, পড়ন্ত শরতের ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মনে আসে। ট্রামের শব্দ দূরে, অবিকল কলকাতার মতো সুরে। কলকাতায় কি কোনোদিন ছিলাম, গিয়েছিলাম, কোনোদিন চেখেছিলাম সাঙ্গুভ্যালীর চা; না, মনে পড়ে না। সমস্তই হিজিবিজি বসন্ত, অথবা হয়তো বা বসন্তস্মৃতি অবয়বহীন রেখালিপ্ত স্মৃতিবিজড়িমা। মনে পড়ে না।

আসলে সেতু পারাপারে আর আসক্তি নেই আমার। ইওরোপীয় হেমন্তদিনেই অবশেষে রামপ্রসাদীতেই বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস : আর কত ঘোরাবি মা। বৃষ্টিভেজা দিনে কোনো নিরিবিলি রেস্তরাঁর এক-কোণে বসে অমলেট সহযোগে সামান্য একটু চা খেতে চেয়েছিলাম, হয়তো সেই সঙ্গে নিচুগলায় কারো কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের দু'একটি কলি : কিন্তু পবনে-পবনে নৈর্ঋত থেকে ঈশানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। অনেকবার নিজেকে শুনিয়েছি, থামো, থামো, এ কি পাগলামে : কিন্তু সে কাকুতি পণ্ডশ্রম।

অরুণকুমার সরকারকে বলবেন একটি চিঠি দিতে।[১৩] এবং নিজে লিখবেন। কেমন আছেন কলকাতায়?

অশোক মিত্র

....

টীকা :

১. 'Institute of Social Studies' : দ্র. ৩ নং চিঠির ৬ম টীকা। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য: 'ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিস'-এর জন্য হল্যান্ডের রাণী হেগ শহরে অবস্থিত তাঁর অন্যতম প্রাসাদ নর্ডেন্ডে প্যালেসে স্থির করেছিলেন: 'বহু দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীর আগমন, ইওরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা ঝেঁটিয়ে। প্রাসাদের দোতলায় লেকচারকক্ষ, বসার লাউঞ্জ, খাবার ঘর, লাইব্রেরি, ক্লাসঘর ইত্যাদি। সারা পৃথিবী থেকে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকাদি, পড়ে ফুরোনো যায় না...অর্থশাস্ত্রের বাইরের সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হতো, অধ্যাপকরা হল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতেন।' ('আপিলা-চাপিলা')।

২. 'নিরুপমের চিঠি' : নরেশ গুহর মতো নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ পড়ছেন। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখতেন : 'নীল আকাশ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত' (বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৫৭), 'রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দুজন অসবর্ণ কবি' (বর্ষ ২১, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬৩ ইত্যাদি।) সঙ্গেও অশোক মিত্রের চিঠি আদান-প্রদান চলত।

৩. 'দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসেও বুঝি শিশির। বাসে ভিড়, হট্টগোল, তারই পাশে জীবনানন্দের বাড়ির অবিশ্বাস্য উঠোন' : জীবনানন্দের বাড়ি : ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড। কলকাতা-২৬।

৪. 'সুধীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' কবিতাটি' : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বই 'অর্কেস্ট্রা'-র (প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) প্রথম কবিতা।

৫. 'কেমন চলছে আপনাদের কবিতার আন্দোলন?' : অরুণকুমার সরকার ও তরুণ কবিদের 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে। এই আন্দোলন নিয়ে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল : 'কবিতা নিয়ে সম্প্রতি যে-অভিনব আন্দোলন চলছে সেটি আলোচনার অযোগ্য নয়। শনিবারের বিকেলে, আপিশ ছুটির ভিড়ের মধ্যে, কলকাতার ফুটপাথে হঠাৎ রোল উঠল, 'কবিতা পড়ুন! আরো কবিতা পড়ুন! কবিতা না-পড়লে বাঙালি বাঁচবে না!' আর অমনি ভিড় জ'মে উঠল চারিদিকে, আর একদল যুবক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন—যদি-বা তাতে হঠাৎ কারো মনের কোনো বন্ধ জানালা খুলে যায়।'

৬. 'কী খবর সিগনেট প্রেসের বুকশপের?' : দিলীপকুমার গুপ্তর 'সিগনেট প্রেস' (১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০)। এই 'সিগনেট প্রেস'-এর বুকশপ ছিল: '১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট' ও '১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ'।

৭। 'কবিতা-র নতুন কোনো সংখ্যা কি বেরোল, পুজোর সময় যে-সংখ্যাটি বেরুবার কথা ছিল?' : এই চিঠি লেখার বছরে (২৫/১০/৫২) পুজোর সময় 'কবিতা' পত্রিকার নতুন সংখ্যা বেরিয়েছিল : বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৯।

৮. 'কেমন আছেন অম্লান দত্ত, শিব রায়' (১৯২৪-২০১০) : অম্লান দত্ত : উত্তরবঙ্গ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন 'Quest' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : 'For Democracy' (১৯৫৩)। অন্য গ্রন্থ; 'তিন দিগন্ত' (১৯৭৮), 'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ' (২৩৯১) ইত্যাদি। শিব রায় : শিবনারায়ণ রায় (১৯২১-২০০৮) : সাহিত্যিক, যশস্বী চিন্তাবিদ, দার্শনিক।

৯. 'উত্তরসূরী'-সম্প্রদায়' : 'উত্তরসূরী' : সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী ও শিবনারায়ণ রায়। প্রথম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। দপ্তর—৩১/২ বি নীলমণি মিত্র রো, কলকাতা-২। শ্রীবিমল কর কর্তৃক

টেম্পল প্রেস, ২ ন্যায়রত্ন লেন, কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রসঙ্গত, এই চিঠি লেখার বছরে প্রকাশিত 'উত্তরসূরী'-তে নরেশ গুহর কবিতা ছিল।

এখানে প্রথম সংখ্যার প্রেক্ষিতে, 'উত্তরসূরী' বানানে দীর্ঘ-ঈ-কার রাখা হলো। পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে লেখা হত : 'উত্তরসূরি'।

১০. ''পরিচয়' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়' : ১৯৫১ সাল থেকে 'পরিচয়' (প্রথম সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংখ্যা : ১লা অক্টোবর ১৯৩১) পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১১. 'শতভিষা' : সম্পাদক , আলোক সরকার ও দীপংকর দাশগুপ্ত। প্রথম সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৫৮, সেপ্টেম্বর ১৯৫১।

১২. 'সমর সেন' (১০ অক্টোবর ১৯১৬-২৩ আগস্ট ১৯৮৭) : কবি, গদ্যকার ও সম্পাদক। 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২), 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪), সহ নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্পাদনা: 'কবিতা' ও 'ফ্রন্টিয়ার'। সমর সেনের কবিতার প্রতি অশোক মিত্রের ভালোলাগার কথা নানা লেখায় ছড়িয়ে আছে। 'কবিতা থেকে মিছিলে' (১৯৭৮) লিখেছিলেন : 'প্রথম থেকেই সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী অনুকারকের সংখ্যা প্রচুর। অনুরাগাধিক্যের উচ্ছ্বাসে শেষোক্তরা এত পরিমাণ নকলনবিশি নিকৃষ্ট কবিতা লিখতে ব্যাপৃত হলেন যে...সমর সেন, সম্ভবত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই, গদ্য ছন্দ বর্জন করে কিছু সময় ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের আড়ালে আত্মগোপন করলেন'।

১৩. 'অরুণকুমার সরকারকে বলবেন একটি চিঠি দিতে' : অরুণকুমার সরকার (১৯২১-১৯৮০), কবি ও প্রাবন্ধিক। কবিতার বই , 'দূরের আকাশ' (১৩৫৯), 'যাও, উত্তরের হাওয়া' (১৩৭২), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৮০)। 'দ্বন্দ্ব', 'সমকালীন' , 'গাঙ্গেয়' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে অশোক মিত্রের অজস্র চিঠির আদানপ্রদান ছিল : 'অরুণকুমার সরকার হঠাৎ সপ্তাহে একটি-দু'টি করে চিঠি পাঠাতে লাগলেন, তাতে বিভিন্ন সাহিত্য প্রসঙ্গ, রাজনীতি, দর্শন, কখনও-কখনও আস্ত একটি কবিতা, কিংবা কবিতার টুকরো। ...মনে পড়ে...সদ্য-লেখা কবিতা মকশো করে পাঠিয়েছিলেন : 'হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না'। ...এরকম একটি চিঠিতে হঠাৎ নিম্নোক্ত উচ্চারণ : 'ঘুম থেকে উঠে কী খারাপ যে লাগছে কী বলবো। হঠাৎ একটি কবিতার লাইন মনে এলো : 'লিখলুম বিচিত্রা দাশকে, বহুদিন দেখিনি আকাশকে।' ('আপিলা-চাপিলা')

চিঠি ৫

নতুন দিল্লি
Economic Division
Ministry of Finance
P Block[১]
১ জুলাই
১৯৫৪

প্রিয়বরেষু,

কী লিখবো বলুন? দশ বছর আগে কবি হবার স্বপ্ন দেখতুম[২]—ক্রমান্বয়ে সেই কিশোর সময় থেকে শুরু করে চার-পাঁচ বছর ধরেই দেখেছি—আজ দশ বছর বাদে চিরাচরিত কেরানি হয়েছি। সকাল সাড়ে আটটায় দপ্তরে পৌঁছুই; ফাইলের স্তূপে ইস্তফা দিয়ে যখন দিনান্তে বেরোই তখন কোনোদিন রাত আটটা, কোনোদিন ন'টা হয়। ভস্মস্তূপ জীবন।

হয়তো বলবেন গোড়া থেকেই আপনার ধারণা ছিলো অশোক মিত্রের পুরো ভূমিকাটিই ভণিতার: কেরানিত্বের মগডালেই বরাবর সযত্নপোষিত উচ্চাশা, এতদিনে অবশেষে অশোক মিত্রের চিত্তশান্তি।

আসলে কিন্তু তা নয়। কোনোই আনন্দ নেই এই দিকচক্রে, ধনবিজ্ঞানে, সুবেশসুকেশবিশিষ্ট অফিসরীয় পরিমণ্ডলে।

তবু কেন? জানি না। হয়তো কাপুরুষ ব'লে, অন্য কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই ব'লে। ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।

বছরে দশ দিনের ক্যাজুয়াল লীভ। হয়তো দেড় বছর বাদে দিন পাঁচেকের জন্য কলকাতায় যাবো। কোনো একদিন সকালে এরই মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আপনার দরজায় টোকা দেবো, শাদা পেয়ালায় চা, বাংলাসাহিত্যের হালের খবর উপর উপর জানবো, পঞ্চাশ মিনিট ব'সে আপনাকে দিল্লিতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নেবো। কী বলেন, ভালোই তো? অশোক মিত্রের অন্বীক্ষিক-প্রান্তিকায়ন।

অথচ সত্যিই কলকাতায় আর যাবো না, কোনো ইচ্ছে নেই মনে যাবার। খুলেই বলি : আড়ষ্ট ঠেকে নিজেকে, বোকা-বোকা মনে হয়, অহোরাত্র এক অসহ্য হীনমন্যতার পীড়নে পিষ্ট হ'তে হয় যতক্ষণ কলকাতায়। আমার স্বপ্নের শহর কলকাতা আসার জন্য নয়, দূর থেকে প্রণাম ক'রে ক্ষান্ত হবো, স্তব্ধ হবো।

চিঠি লিখি না ঐ একই কারণে। লজ্জা করে ব'লে। অক্ষম পঙ্গু অবস্থা। শুদ্ধ একটা বাংলা বাক্য গঠন করতেই গলদ্‌ঘর্ম। যে-উচ্ছল উদ্দামতা নিয়ে সেই কিশোর কালে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে গেছে চিঠি লেখবার অজুহাতে, তা কুঁকড়ে ম'রে গেছে কবে। অশোক মিত্রের কিছু অবশিষ্ট নেই আর।

আশা করি ভালো আছেন সবাই। প্রীতি।

অশোক

....

টীকা :

১. 'নতুন দিল্লি, Economic Division, Ministry of Finance, P Block...' : হেগ শহরে পড়াশুনোর শেষে, তৎকালীন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জয়ন্তীলাল আঞ্জারিয়ার বার্তা পেয়ে অশোক মিত্র 'অর্থমন্ত্রক'-এর কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

২. 'দশ বছর আগে কবি হবার স্বপ্ন দেখতুম' : এই দশ বছর বা তার আগে নরেশ গুহকে 'চিঠির খামে চিঠির বদলে' কবিতা পাঠিয়ে আশ্চর্য করে দিতেন। যেমন, কাশী থেকে ১৯৪৯ সালের ২৬ আগস্ট পাঠানো একটি চিঠি জুড়ে কবিতাই ছিল বা ওই বছরই ১৯ অক্টোবরে পাঠানো চিঠিতেও কেবল কবিতা। তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এইরকম : 'যে-মেয়েকে ভালোবাসলুম / অথচ যে-মেয়ের ভালোবাসা পেলুম না, / হয়তো সান্ত্বনার ছলেই সে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে / মৃদু হেসে অভিনন্দন জানালো'। উল্লেখ্য, 'কবিতা' (বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬৪। কবিতার নাম : 'তুমি মোর সর্বনাশ') পত্রিকাতেও অশোক মিত্রের কবিতা ছাপা হয়েছে।

চিঠি ৬

United Nations
ব্যাংকক[১]
৬ ফেব্রুয়ারি
১৯৫৫

প্রিয়বরেষু

শুনতে পেলাম বৈশাখের আগেই আপনি বিবাহবদ্ধ হচ্ছেন[২]। মাঘ প্রায় শেষ, এবং সাধারণত নাকি চৈত্রমাসে বাঙালিদের বিয়ে হয়ে থাকে না। সুতরাং ধ'রে নিচ্ছি এই ফাল্গুনে আপনি সেতু অতিক্রম করছেন। আপনি যদিও নীরব, গায়ে পড়েই আমার শুভকামনা জানিয়ে রাখছি।

অথচ স্বার্থপরতার জন্য অশোক মিত্র বিখ্যাত, অবিমিশ্র আনন্দ বোধ করছি যে তা বলতে পারছি না। কলকাতায় এখন থেকে একমাত্র আতোয়ার রহমানের[৩] বৈঠকখানাই সম্বল হবে। আপনার ব্যালকনিতে শুয়ে আর-কোনোদিন ভোররাতে পাখির কাকলি শুনবো না।

কেমন আছেন? উত্তরহেমন্ত কোনো একটি পূর্ণিমালগ্নে আপনার জন্ম, কিন্তু তা পৌষপূর্ণিমা না মাঘপূর্ণিমা না দোলপূর্ণিমা কিছুতেই মনে আনতে পারছি না। সেই অসাফল্যের অস্বাচ্ছন্দ্যে আমার শুক্লপক্ষ কাটছে[৪]।

নিচের দুটো জ্ঞাতব্য জানালে বাধিত হই :

(ক) অম্লান দত্তর[৫] আমেরিকাস্থ ঠিকানা;

(খ) নিরুপমের কলকাতায় কাজ হয়েছে কিনা[৬]।...

আপনার ঘরে বছর ছয়েক আগে অমিতা ঘোষ (দাশগুপ্তা) নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, তাঁর বাড়ির ঠিকানা হয়তো বা ১৯৫ রাসবিহারী এভিনিউ। ভদ্রমহিলা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, জীবনানন্দ সম্বন্ধে গল্প করেছিলেন : তারপর আর তাঁকে কোনোদিন দেখলাম না। হঠাৎ এই সন্ধ্যায় তাঁর মুখাভাস মনে আনবার একটা অস্থির উৎকণ্ঠা আমাকে পেয়ে বসেছে। অথচ পারছি না : যদিও আপনার জন্ম পূর্ণিমালগ্নে, আমার শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের হতাশায় লীন হ'য়ে গেলো।

এটা কি বিশ্বাস করবেন, আপনাকে বন্ধু হিশেবে পেয়েছিলাম, আমার জীবনের সার্থকতার তা অনেকখানি? এবং আজ থেকে আট বছর আগে ফেব্রুয়ারি মাসেই আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। শীতের রাত্রি, ল্যান্সডাউন পর্যন্ত আমরা হেঁটে এসেছিলাম 'কবিতাভবন' থেকে বেরিয়ে। আপনি চা-কেক খাওয়ালেন, কিন্তু কোথায়—সুতৃপ্তিতে না স্বস্তিকে—তা ভেবে ভেবে বিভ্রান্ত হচ্ছি। স্মৃতির ভগ্নাংশ রূপ ভালো লাগে না।

অশোক (মিত্র)

....

টীকা :

১. 'United Nations, ব্যাংকক' : এই চিঠি লেখার সময় অশোক মিত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের ব্যাংকক অবস্থিত এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের আর্থিক কমিশনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় চোদ্দ-পনেরো মাস ব্যাংককে ছিলেন।

২. 'শুনতে পেলাম বৈশাখের আগেই আপনি বিবাহবদ্ধ হচ্ছেন' : নরেশ গুহ বিবাহ করেন এই চিঠি লেখার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে, ৯ বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পাত্রী অর্চনা বসু।

৩. 'আতোয়ার রহমান' (১৯১৯-১৯৭৭) : জন্ম বাংলাদেশের পাবনা। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সক্রিয় ছাত্রনেতা। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক। দৈনিক 'নবযুগ' ও 'ইন্ডিয়া'-র প্রকাশক। দিলীপকুমার গুপ্তর সহযোগিতায় 'গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত' প্রকাশনী স্থাপন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। আতোয়ার রহমানকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় অশোক মিত্র লিখেছেন : 'আতোয়ার রহমানের সঙ্গে ময়মনসিংহের সেই ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকেই সামান্য আলাপ ছিল, পাকাপাকি পরিচয় হলো নরেশেই সূত্রে ১৯৪৯ সালে, কফি হাউসে। ...আতোয়ার...শৌখিন, আমি আটপৌরে। তিনি দুর্দান্ত ট্রটস্কিপন্থী; আমি, বাজারে গুজব, নিকষ স্ট্যালিনবাদী। ...পঞ্চাশ বছর ধরে আতোয়ারের সংসার আর আমার সংসার একাকার হয়ে আছে। ...নরেশকে এড়িয়েই, আমি 'চতুরঙ্গ'-এর বাঁধা লেখক হয়ে গেলাম, 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডার বাঁধা খদ্দের!' ('আপিলা-চাপিলা')।

৪. 'উত্তরহেমন্ত কোনো পূর্ণিমা লগ্নে আপনার জন্ম...অসাচ্ছন্দ্যে আমার শুক্লপক্ষ কাটছে' : নরেশ গুহর জন্ম দোল পূর্ণিমার দিন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাস, ১৯ ফাল্গুন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

৫. 'অম্লান দত্ত' : দ্র. ৪ নং চিঠির ৭ম টীকা। প্রসঙ্গত, সেই সময় অম্লান দত্ত আমেরিকায়।
৬. 'নিরুপমের কলকাতায় কাজ হয়েছে কিনা' : বন্ধু নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের কথা নানা চিঠিতেই রয়েছে, অশোক মিত্র নিবিড়ভাবে তাঁর খোঁজ রাখতেন। নরেশ গুহকে লেখা আরও একটি চিঠিতে (২৮/৪/৫৫) আশ্বস্ত হয়ে লিখেছিলেন : 'নিরুপমও কলকাতায় স্থায়ী হচ্ছে সেটাও আরেকটা সুসংবাদ।'

চিঠি ৭

নতুন দিল্লি
Ministry of Finance
P. Block
২ মার্চ ১৯৫৫

প্রিয়বরেষু
আশা করি এতদিনে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন, এবং সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়ে। কেমন লাগলো হাসপাতাল, অপারেশান, নার্স, ক্লোরোফর্ম এ্যানেসথিসিয়া? গীতার জ্বর[১] দেখে এসেছিলাম কলকাতায়: ওকেও খুব বেশিদিন ভুগতে হয়নি আশা করি।

আনন্দবাজারে দেখি এখনো বঙ্গসংস্কৃতির ঘোর লেগে আছে কলকাতার চোখে : বেচারী মহম্মদ আলী পার্ক! গিয়েছিলেন নাকি একদিন-দু'দিন?

...একটু সাহস ক'রে চ'লে আসুন না দিল্লি? একটু কষ্ট ক'রে আমার ঘরটিতে থাকবেন। খাওয়া যাবে যত্রতত্র, দপ্তর কামাই ক'রে কয়েকটা দিন আড্ডা দিতুম তাহ'লে আরো। যৌবন তো ফুরিয়ে যাবেই, যাচ্ছে—মাত্র কয়েকটা বছরের বিদ্রূপভারাতুর প্রতীক্ষা। সৌরেন সেন[২] মশাই দিল্লিতে। এটা সাধারণ সৌজন্য যে আমার গিয়ে দেখা করা উচিত। কিন্তু হ'য়ে উঠছে না—কী নিয়ে কথা বলবো ভদ্রলোকের সঙ্গে—আপিলা চাপিলা ঘন-ঘন কাশি?[৩]

অনেকদিন আপনার কোনো কবিতা পড়ি না। সম্প্রতি যদি কিছু না-লিখে থাকুন, নেহাৎ আমার জন্যই একটি লিখুন। বুদ্ধদেব বসু কাব্যরচনা ছেড়ে দিয়েছেন ব'লে আপনিও দেবেন এ আবার কোন ধরণের ব্যঞ্জনানুসরণ?[৪]

কলেজে যেতে হচ্ছে কি এখনো?

অশোক

....

টীকা :
১. 'গীতার জ্বর' : নরেশ গুহর বোন।
২. 'সৌরেন সেন' : সৌরেন সেন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। প্রচ্ছদ শিল্পী। ছবি আঁকতেন।
৩. 'আপিলা চাপিলা ঘন-ঘন কাশি?' : আপিলা চাপিলা ঘন-ঘন কাশি, রামের হুঁকো শ্যামের বাঁশি..' —পূর্ববঙ্গের এই ছড়াটি অশোক মিত্রের অবচেতনায় বালক বয়স থেকে রয়ে গিয়েছিল। আমরা জানি তাঁর আত্মকথার নাম 'আপিলা-চাপিলা', সেই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : 'ওই দুই-পঙ্‌ক্তিতে সঙ্কুচিত অবচেতনা থেকে উৎসারিত ছড়াটিকে বার-বার জড়িয়ে ধরি, পঙ্‌ক্তি দুটিকে, তাদের ভগ্নাংশিক সত্তা সত্ত্বেও, ঠোঁটে-জিভে হ্লাদিত করি : আপিলা-চাপিলা ঘন-ঘন কাশি...এখন মনে হয় গোটা জীবনখানাই ছড়াটির মতো। যতগুলি পর্ব পেরিয়ে এসেছি, বেশিরভাগই ঝাপসা কুয়াশায় আবৃত : ...ভয় হয়...আপিলা-চাপিলা শব্দদ্বয়ের বাইরে কিছুই স্মৃতিতে অবশিষ্ট থাকবে না...আমার কুড়ি বছর

বয়সে জীবনানন্দের এক কবিতার মায়া-মদির পঙ্‌ক্তিতে মন হড়কে পড়েছিল,: 'অথবা যে সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল : আপিলা-চাপিলা...'।'

৪. অনেকদিন আপনার কবিতা পড়ি না...বুদ্ধদেব বসু কাব্যরচনা ছেড়ে দিয়েছেন ব'লে আপনিও দেবেন.. কোন ধরণের ব্যঞ্জনানুসরণ' : নতুন দিল্লির বঙ্গভবন থেকে নরেশ গুহকে এক চিঠিতে (২৫/১/৫৩) বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : 'দিল্লীতে এসে অবধি সম্পূর্ণ অলস জীবনযাপন করছি.. যখন মানুষ কোনোরকম 'কাজ' না করে ভিতরে-ভিতরে প্রাণের আবেগে স্পন্দিত হ'তে থাকে—এ যদি সেই আলস্য হ'তো তাহলে তোমরাও ঝুড়ি-ঝুড়ি চিঠি পেতে, আমার খাতাও ভরে উঠত।' এই সময় বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘদিন কবিতা লেখেননি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতার বই : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'। এই মধ্যবর্তী ছ-বছরে, উপন্যাস-প্রবন্ধ বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (রচনাকাল : ১৯২৬-৫২) প্রকাশিত হলেও, তাঁর কোনো কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে এত দূর বলা চলে, এই সময়ের আশেপাশে 'কবিতা' পত্রিকার সংখ্যাগুলির ভেতর, আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র ১৩৬১ অবধি পরপর আটটি সংখ্যায় তাঁর অনুবাদ, সমালোচনা বা গদ্যরচনা থাকলেও, মাত্র দুটি সংখ্যা ছাড়া কবিতা ছিল না। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' বইয়ের রচনাকাল ১৯৪০-৫৩, কিন্তু এই বইয়ের কবিতাগুলির রচনা তারিখের ভেতর, ৫১ ও ৫২ সালে লেখা কোনো কবিতা নেই। এর পরে ১৯৫৮ সালের মে মাসে প্রকাশ পায় কবিতার বই, 'যে-আঁধার আলোর অধিক', রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৮। এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাইব, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অধিকাংশ কবিতা ও বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদগুলি একই সঙ্গে প্রকাশ পেত 'কবিতা' পত্রিকার নানা সংখ্যায়।

চিঠি ৮

নতুন দিল্লি
Ministry of Finance
P Block
১৭ মার্চ, ১৯৫৫

প্রিয়বরেষু

অনেকদিন বাদে আপনার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করছি। সম্প্রতি ইকনমিক্সের অত্যাচার একটু বেশি : পার্লামেন্টে বাজেট, খবরকাগজে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কোনোদিনই অপিস থেকে আর রাত আটটা-ন'টার আগে বেরোনো হয় না : তারপর তো ঘরে ফিরে মোষের মতো ঘুম, দুঃস্বপ্ন দেখবার মতো বিলাসিতা পর্যন্ত নেই।

তাছাড়া একটা কলম না-কিনলেই নয়। গত পাঁচ বছরে গোটা ছয়েক দামি কলম হারিয়েছি, কিন্তু চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এই ভোঁতা কলম দিয়ে এমনকি ধোপার হিশেব লিখতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

আশা করি এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ও-কদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে আপনার ভালো লেগেছিল জেনে আমারও ভালো লাগছে। বছর চারেক আগে, লখনউতে, প্যারা-টাইফয়েডের রোগী, মাসখানেক আমিও হাসপাতালে প'ড়েছিলাম: আপনার মতো আমাকে সবচাইতে যা অভিভূত করেছিল তা নার্সদের করুণ মুখশ্রী। সেই মুখশ্রীর স্মৃতি আজ পর্যন্ত বহন করছি। নাম জানি না তাদের, জানি না ব্যক্তিগত জীবনের বৃত্তান্ত, শুধু সেই অসহায়তার আসন্ন স্পর্শ। জীবন কোথাওই বদলায় না।

এখনো আমার কবিতার দাবী অপূর্ণ। যদি কিছু লিখে থাকেন, পাঠাবেন। নিছক চমকপ্রদ এপিগ্রামে

কেন এড়িয়ে যাওয়ার অসাধুতা? (জীবনে কতরকম সাধই অপূর্ণ থেকে যায়, তাদেরই মধ্যে একটা : আপনার প্রথম কবিতার বই বেরোলো তার উপর সমালোচনা লিখে ছাপানো; হয়ে ওঠেনি[১] : দশ বছর আগে সাহিত্যিক হবার শখ ছিল। হলাম সরকারি কেরানি।)

আসবেন কি? পরীক্ষার খাতা দেখা সাঙ্গ ক'রে চ'লে আসুন, সঙ্গে যদি অন্য কাউকে জোটাতে পারেন, অত্যুত্তম। আর কয়েকসপ্তাহ বাদেই তো দিল্লিকে গ্রাস ক'রে নেবে খরগ্রীষ্ম, যে-রবীন্দ্রসংগীত মনে আসবে তা 'হে বৈশাখ, এসো এসো' নয়, বরঞ্চ চাপা বিদ্রূপের কৌতুকে—'আগুনের কী গুণ আছে কে জানে'।

...দোলপূর্ণিমা গেলো, আপনার আর একটি জন্মদিন[২]। আমার জন্মদিন এই চৈত্রের ক্ষীণ প্রান্তে[৩] বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তারই প্রতীক আরেকবার।

অশোক

....

টীকা :

১. 'আপনার কবিতার প্রথম বই বেরোলো...তার উপর সমালোচনা লিখে ছাপানো; হয়ে ওঠেনি' : নরেশ গুহর প্রথম কবিতার বই 'দুরন্ত দুপুর'। প্রথম প্রকাশ , ফাল্গুন ১৩৫৮/১৯৫২। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। কবিতার সংখ্যা : ২৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০। মূল্য : দু-টাকা।

২. 'দোলপূর্ণিমা গেলো, আপনার আর একটি জন্মদিন' : দ্র. ৬ নং চিঠির ৪র্থ টীকা।

৩. 'আমার জন্মদিন এই চৈত্রের ক্ষীণ প্রান্তে' : অশোক মিত্রের জন্ম ১০ এপ্রিল ১৯২৮। বাংলা মাস অনুযায়ী 'চৈত্রের ক্ষীণ' প্রান্তই বটে।

চিঠি ৯

Ministry of Finance
New Delhi
১৪.৪.৫৫

প্রিয়বরেষু

আপনার কবিতা বনাম দেশের ভবিষ্যৎ। এবং যেহেতু জনশ্রুতি কবিতা বাদ দিয়েও আমাদের একটা ভবিষ্যৎ থাকতে পারে (পারে কি?), অতএব এই এতদিন আপনার কবিতার প্রাপ্তিস্বীকার স্থগিত থেকেছে। ধুলো কালি কাদা দিল্লি কলকাতায়। কলকাতায়ও কি? তাহ'লে একবার দিল্লি ঘুরে গেলে ক্ষতি কী?

সরকারি নোকরি ছেড়ে দেবো-দেবো করছি, কিন্তু সমস্যা যাই কোন্ অধিকতর চুলোয়। ভাবছি। কলকাতায় আপনি হয়তো পরীক্ষার খাতা দেখছেন। বৈশাখ : আপনার ব্যঅলকনির স্বর্গে পাখি-ডাকা ভোর, বকুলের সুরভি। আরেকটি জন্মদিন পার হয়ে এলাম আমি : নিজেকে মনে হয় যেন সমর সেনের[১] কবিতা, কুড়ি বছরের বাসি। ফুলগুলো বাসি নয়, আমি শুধু বাসি। জীবনানন্দ না বুদ্ধদেব?

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর / প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ, ফেব্রুয়ারি : ১৯৫৫

আপনার সেই ছাত্রীটি, শীলু পাওলা, এখনো কি আসছেন? তাঁর দিল্লিস্থ বান্ধবীটি সম্প্রতি কলকাতায় গেছেন বলেই জানি। কিন্তু ভদ্রমহিলা বাংলা শিখছেন কেন? যেখানে সব প্রশ্নের জবাব মেলে সেখানে শুধু নিদ্রার আচ্ছাদন।

বুদ্ধদেবের নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে বিজ্ঞপ্তি দেখলাম। কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে আনতে পারছি না গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম 'শীতের প্রার্থনা : গ্রীষ্মের উত্তর' না কি 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'[২]। দময়ন্তী বসুকে আজ পর্যন্ত চিঠি দেওয়া হয়নি।

কলকাতায় আর কারো খবর রাখি না। বঙ্গসংস্কৃতির পরে এখন নিশ্চয়ই নিখিল বঙ্গ। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ শুধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়দের শেষ নেই।

কেমন আছেন?

নববর্ষের ভালোবাসা।

অশোক (মিত্র)

....

টীকা :

১. সমর সেন : দ্র. ৪ নং চিঠির ১২তম টীকা।

২. 'বুদ্ধদেবের নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে... গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম 'শীতের প্রার্থনা : গ্রীষ্মের উত্তর' না কি 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' : বইটির নাম 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬১, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। প্রকাশক : শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। প্রচ্ছদচিত্র : সৌরেন সেন ও রণেন মুখোপাধ্যায়। কবিতার সংখ্যা : ৩৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১৪। মূল্য: আড়াই টাকা।

চিঠি ১০

United Nations
Inter Office Memorandum
Ecafe, Bangkok
23.12.55

প্রিয়বরেষু

অনেক দিন বাদে কাল রাতে খুব নিবিড় ঘুম হয়েছে। এবং এক স্বপ্ন দেখলাম। বুদ্ধদেব এক চিঠি লিখেছেন আমাকে। (অবশ্য তার আগে বলা দরকার তহবিল তছরুপ কিংবা ঐ ধরনের কোনো-একটা ব্যাপারের জন্য অরুণকুমার সরকারের[১] ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, ভদ্রলোক আছেন আলিপুর জেলে।) বুদ্ধদেব চিঠি লিখছেন আমাকে[২] : 'গেলো শনিবার আলিপুর জেলে অরুণের কামরায় খুব ভালো আড্ডা জমেছিলো। নরেশ, নিরুপম সবাই ছিলেন : কয়েদীর পোষাকে অরুণকে দিব্যি মানিয়েছিলো। তাছাড়া আমরা সবাই মিলে দিশি সেবন করলাম। তুমি থাকলে বেশ ভালো হতো।' সুতরাং এখান থেকে আমি ছ'দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা উড়ে গেলাম। যেহেতু অরুণকুমার সরকার আলিপুর জেলে, ৪৫এ রাসবিহারী এভিনিউতে সরকার-জায়ার সম্মুখীন হয়ে আর কী হবে : এই বেদনা ভাবতে-ভাবতে সত্যেন দত্ত রোডে চ'লে এলাম[৩]। সঙ্গে আমার বোন। তার পায়ে জুতো নেই। অথচ পৌঁছে দেখি আপনার বাড়ির চেহারা কেমন বদলে গেছে, একতলায় নেমে এসেছে, বাইরের দরজায় কালো-কালো শিক, যেন কোনো প্রেসের বাইরের দিকের ঘর, যেখানে ব'সে প্রুফ দেখা হয়। শিক থেকে দুটো প্ল্যাকার্ড ঝুলছে : একটা ছোটো, অন্যটা বড়ো। ছোটো প্ল্যাকার্ডটি

ধূলিমলিন, পুরোনো, সর্বসাধারণের জন্য : আপনি নির্বিবাদ শান্তিতে থাকতে চান, কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, কোথায় ক'দিনের জন্য বাইরে গেছেন জানানো বারণ। বড়ো প্ল্যাকার্ডটি বিশেষ ক'রে আমার জন্য। খুব গর্ব অনুভব করলাম : আপনি আমার মুখদর্শন করতে চান না, আমি যেন বার-বার অযথা বিরক্ত না-করি, আমার মতো ভণ্ড আপনার কাব্যচর্চাকে কলুষিতই শুধু করতে পারে। এবং দরজায় কালো বিরাট তালা ঝুলছে।

অতএব আরো বেদনা ভাবতে-ভাবতে মনে হলো কবিতাভবনেই তা হ'লে যাই। সঙ্গে আমার বোন, তার পায়ে কেন জুতো নেই এ-সমস্যার গহনে ঢুকতে গিয়ে দেখি ত্রিকোণ পার্ক ছাড়িয়ে এসেছি, যেখানে ২০২ নম্বর বাড়ি ছিলো[৪] সেখানে বিরাট পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু তার পায়ে জুতো নেই, আমার বোন দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে পুকুরের জলে খেলা করতে চলে গেলো। আমি ত্রিকোণ পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে আরো গভীর বেদনা ভাবতে লাগলাম। এখানেই ঘুম ভেঙে গেলো। এমন স্পষ্ট স্বপ্ন এর আগে কখনো দেখিনি, সেজন্যেই লিখে অন্তত একজনকেও জানাতে হলো। হয়তো আমার চিঠি পর্যন্ত আপনার কাব্যচর্চাকে কলুষিত করে, তাহ'লেও।

কেমন আছেন? চিঠির কোনো জবাব পাবো না যদিও জানি, তাহ'লেও প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। অভ্যাস শুধু, অভ্যাস লিখি...। ফরাসী পত্রিকা Preuves-এ অম্লান দত্তের বক্তৃতারত প্রতিকৃতি দেখলাম,[৫] দাড়ি ঝুলিয়ে দিলেই মনে হতো ত্রৎস্কী।[৬] আপনার কবে দেখবো?

এবং আপনি প্রতিশ্রুত আছেন আরেকটি কবিতার বই ছাপিয়ে বার করবেন। যদিও আমার উৎসাহ পর্যন্ত হয়তো আপনার কাব্যচর্চাকে কলুষিত করে, তা'হলেও অভ্যাস শুধু, অভ্যাস লিখি, অনুরোধ জানাই : 'দুরন্ত দুপুর'-উত্তর কবিতা জড়ো ক'রে স্বচ্ছন্দে আপনার আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব[৭], অযথা বিলম্ব ঘটাবেন না।

আপনি আমার বিবাহঘটিত গুজবে কান পাততে গিয়েছিলেন, অথচ আমি শুনছি আসলে বিয়েটা করছেন আপনিই।

অশোক (মিত্র)

....

টীকা :

১. 'অরুণকুমার সরকার' : দ্র. ৪ নং চিঠির ১৩তম টীকা।

২. 'বুদ্ধদেব এক চিঠি লিখছেন আমাকে' : বুদ্ধদেব বসু ও অশোক মিত্র পরস্পরকে অজস্র চিঠি লিখেছেন। 'আপিলা-চাপিলা'-য় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

৩. 'সত্যেন দত্ত রোডে চ'লে এলাম' : নরেশ গুহর বাড়ি : ৫ সত্যেন দত্ত রোড। কলকাতা-২৯। ১৯৪৯ সালের মে মাস থেকে আমৃত্যু (২০০৯, ৪ জানুয়ারি) এই বাড়িতেই ছিলেন।

৪. 'যেখানে ২০২ নম্বর বাড়ি ছিলো' : বুদ্ধদেব বসুর বাড়ির ঠিকানা : ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলকাতা-২৯। বলা বাহুল্য, 'কবিতাভবন'-এই ঠিকানায়।

৫. 'ফরাসী পত্রিকা 'Preuves'-এ অম্লান দত্তর বক্তৃতারত প্রতিকৃতি দেখলাম' : সম্ভবত এটি 'Preuves'-এর ১৯৫৫ সালের মে মাসের ৫১তম সংখ্যা।

৬. 'দাড়ি ঝুলিয়ে দিলেই হতো ত্রৎস্কী' : ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০) মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদ। রুশ বিপ্লবের উদ্যোক্তা।

৭. 'অনুরোধ জানাই: 'দুরন্ত দুপুর'-উত্তর কবিতা জড়ো ক'রে স্বচ্ছন্দে আপনার আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব' : এই চিঠির অনেক পরে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নরেশ গুহর দ্বিতীয় কবিতার বই 'তাতার সমুদ্রে ঘেরা' প্রকাশিত হয়েছিল।

টীকা : জিৎ মুখোপাধ্যায়

চিঠিগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।